13934 - রোজাদারগণকে ‘রাইয়্যান’ নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে

প্রশ্ন

আমার স্বামী আমাকে ‘রেদোয়ান’ নামক দরজার সংবাদ দিয়েছেন; যে দরজাটি শুধু রমজান মাসে খোলা হয়। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, যখন এ দরজাটি খোলা হয় তখন আল্লাহ এ দরজা দিয়ে সম্পদ ঢেলে দেন। আপনি যদি এ উক্তিটি নিশ্চিত করেন/স্পষ্ট করেন এবং আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিন; যাতে করে আমরা এ মাসয়ালাটি আরও ভালভাবে জানতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছেন এবং রোজাদারদের জন্য বিপুল সওয়াবের ওয়াদা করেছেন। রোজার প্রতিদান যেহেতু সুমহান তাই আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদানকে সুনির্দিষ্ট করেননি। হাদিসে কুদসিতে এসেছে- “রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদান দিব।”

রমজান মাসের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। এ ফজিলতের মধ্যে রয়েছে-

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের জন্য ‘রাইয়্যান’ নামক জান্নাতের দরজা প্রস্তুত রেখেছেন। বুখারি ও মুসলিমে সাহল (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে নামটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জান্নাতের একটি দরজা আছে; যার নাম হচ্ছে- ‘রাইয়্যান’কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবেশ করবে; অন্য কেউ নয়। এই বলে ডাকা হবে- রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে প্রবেশ করবে; অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তারা প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” [সহিহ বুখারি (১৭৬৩) ও সহিহ মুসলিম (১৯৪৭)]

যে হাদিসগুলো রোজার ফজিলত বর্ণনা করে এর মধ্যে রয়েছে-

আবু সালামা (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল তারই; শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই এর প্রতিদান দিব। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ।

যদেনি তোমাদরে কউে রোজা রাখে সে যনে অশ্লীল কথা না বলে, চচোঁমচেি না করে। যদি কউে তাকে গালি দয়ে সে যনে বলে, আমি রোজাদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়ছেে মুহাম্মদরে প্রাণ, রোজাদাররে মুখরে গন্ধ আল্লাহর নকিট মসিকরে সুবাসরে চয়েে উত্তম। রোজাদাররে জন্য রয়ছেে দুইটি খুশি। যখন রোজা ইফতার করে তথা রোজা ভাঙ্গে তখন একবার খুশি হয়। আবার যখন তার রবরে সাক্ষাত পাবে তখন একবার খুশি হবে।"[সহহি বুখারি (১৭৭১)]

দুই:

একথা সুবদিতি যে, জান্নাতরে অনকে দরজা রয়ছেে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বসবাসরে বহু জান্নাত (বাগান)। তাতে তারা প্রবশে করবে এবং তাদরে সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরো। ফরেশেতারা তাদরে কাছে আসবে প্রত্যকে দরজা দয়িে।"[সূরা আল-রাদ, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "যারা তাদরে পালনকর্তাকে ভয় করত তাদরেকে দলে দলে জান্নাতরে দকিে নয়িে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দয়িে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতরে রক্ষীরা তাদরেকে বলবে, তোমাদরে প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসরে জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবশে কর।"[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৭৩]

সহহি হাদসিে জান্নাতরে আটটি দরজার কথা এসছেে। সাহল বনি সাদ (রাঃ) বর্ণতি আছে যে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "জান্নাতরে আটটি দরজা রয়ছেে। একটি দরজার নাম হচ্ছে- রাইয়্যান। এ দরজা দয়িে রোজাদারগণ ছাড়া আর কউে প্রবশে করবে না।"[সহহি বুখারি (৩০১৭)]

উবাদা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দবিে যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে; তাঁর কোন অংশীদার নইে। আরও সাক্ষ্য দবিে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা মরয়িমরে প্রতি ঢলেে দয়িছেনে এবং তাঁর প্ররেতি রূহ। আরও সাক্ষ্য দবিে যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাকে তার আমলরে ভত্তিতিে জান্নাতরে আটটি দরজার যে কোন একটি দরজা দয়িে প্রবশে করাবনে।[সহহি বুখারি (৩১৮০) ও সহহি মুসলমি (৪১)]

এ উম্মতরে উপর আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ যে, তনিি রমজান মাসে একটি নয়; জান্নাতরে সবগুলো দরজাখুলে দনে। যে ব্যক্তি বলনে যে, জান্নাতরে একটি দরজার নাম হচ্ছে- 'রদেোয়ান' তাকে এই মর্মে দললি পশে করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে যে, "যখন রমজান মাস প্রবশে করে তখন জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয়; জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিলাবদ্ধ করা হয়।"[সহহি বুখারি (৩০৩৫) ও সহহি মুসলমি (১৭৯৩)]

আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে জান্নাতে প্রবশে করান। আমাদরে নবী মুহাম্মদরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।